B.A. Education (General)

SEM - 4 জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন UNIT - III

C.C - 10

(History of Education in India) (National Education Movement):-

জাতীয় শিক্ষা বলতে কি বোঝ?

→ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলতে বোঝায় দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং ব্যক্তিগত সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রতিফলন দেওয়ার যে প্রক্রিয়া। তাই দেশের শিক্ষাঙ্গনে জাতীয়তাবোধের সম্মিলিত চেতনা সঞ্চার করাকে বোঝায়।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন কি?

→ ব্যক্তিকল্যান ও সমাজকল্যান সাধনের জন্য সমগ্র ভারতের মধ্যে একই রকম শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য প্রবর্তন করা দরকার। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাতীয় চেতনা জাগরন উপযোগী শিক্ষাকে নিয়ে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তাকেই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বলা হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারন?

→ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একাধিক কারন ছিল —

i) ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষার বোঝা ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কারন।

ii) শিক্ষাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হত, সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হতনা। তাই সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি কারন ও ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি কারন।

iii) ভারতীয় মূল্যবোধের জাগরন ঘটানো জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারন হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

iv) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক্রমের সীমাবদ্ধতা দূরীকরন ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কারন।

v) শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তনের চেষ্টা ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন।

vi) ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সুবিধাভোগী ভারতবাসী ইংরাজী শিক্ষা গ্রহন করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। এতে বি

(Page - 1)

Scanned by CamScanner

সরকারের দেশপ্রেম এবং সমস্ত ভারতবাসী হিসেবে মানুষের অসন্তোষ ছিল। তাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ ছিল শোষক সরকারের প্রতি ঘৃণা।

vii) আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন কালে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। ব্যবহারিক শিক্ষা ছিল অবহেলিত। তাই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্তন করা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আর একটি কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

viii) ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে সামরিক খাতে ও অন্যান্য খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ছিল খুবই কম। এর ফলে দেশীয় নেতৃবর্গ ক্ষুব্ধ হন। তাই শিক্ষায় ব্যয় সংকোচনের নীতির বিরোধিতা করা ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কারণ।

ix) ভারতের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল একটি প্রধান ঘাঁটি স্থান। তাই সুচতুর কূটনৈতিক শাসক লর্ড কার্জন "বঙ্গভঙ্গ" করে বাংলাকে পঙ্গু করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য জাতীয় আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কয়টি পর্যায় ছিল ও কি কি?

→ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তিনটি পর্যায় ছিল।

(i) <u>প্রথম পর্যায়</u> — বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1918) শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত।

(ii) <u>দ্বিতীয় পর্যায়</u> — 1920-1937 সাল পর্যন্ত।

(iii) <u>তৃতীয় পর্যায়</u> — 1937 সালের পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত।



Scanned by CamScanner

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ।

→ দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শিক্ষায় ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় আ[ন্দোলনের] গতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারন করেছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষনের তিন পর্যায় বা স্তর বিভিন্ন ধারনা সৃষ্টি করে থাকে।

* জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি আলোচনা করো ,

→ 1905 খ্রীঃ 'বঙ্গ ভঙ্গ' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারন করে থাকে। লর্ড কার্জন শিক্ষা সংস্কারের নামে 1904 খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন করলে ভারতীয় নেতৃবর্গ এই শিক্ষানীতিকে শিক্ষা সংকোচন নীতি বলেই অনুভব করেন। এই ঘটনাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে অনুপ্রানিত করেছিল।

ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হলো, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের ফলে বেসরকারী আইন, কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকার প্রত্যাহার করে নেন।

1902 খ্রীঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডন সোসাইটি থেকে ডন পত্রিকা প্রকাশিত হত।

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্যগুলি হল —

(i) যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
(ii) শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন করা।
(iii) স্বার্থত্যাগের মহান আদর্শ গঠন করা।
(iv) কারিগরী বিষয়ে শিক্ষাদান করা।



Scanned by CamScanner

④ স্বদেশী প্রেম জাগ্রত করা।

তবে 1902 খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি' 1906 খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদে মিশে যায়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মূল বক্তব্য ছিল দেশীয় বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। তাই তো 1906 খ্রীঃ 12ই মার্চ একটি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ 'National council of Education' বা 'জাতীয় শিক্ষা' পরিষদ নামে পরিচিত। কলকাতার Town Hall-এ রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে NCE-এর প্রস্তাব অনুযায়ী বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হল। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল — বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ছাত্ররা সরকারি বিদ্যালয় ত্যাগ করায় তাদের জন্য জাতীয় আদর্শভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজগুলি হল —

(i) শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

(ii) মাধ্যমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল।

(iii) উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় ভারতীয় প্রাচীন বিষয় সম্বন্ধে পঠন-পাঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

(iv) কারিগরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল

(Last Page) // Md. Samsuzzaman
Edu. Dept.
K. C. College
Date: - 20/4/20

Scanned by CamScanner